সরল যোটক-বিচার শিক্ষক

শ্রীরজনীকান্ত রায় দস্তিদার, এম, এ,

প্রণীত।

শিলচর,

এরিয়েন প্রেসে শ্রীমথুরানাথ চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১৩১৯।

[মূল্য ।/০ পাঁচ আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয় | পৃষ্ঠা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ওঁ

ভূমিকা।

হিন্দুর ষোড়শ সংস্কারের মধ্যে বিবাহ একটী প্রধান সংস্কার। হিন্দুর স্ত্রী সহধর্ম্মিণী; সাধ্বী স্ত্রী, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গ-ফল প্রাপ্তির হেতু হয়, সেই জন্যই শাস্ত্রে বিবাহের পূর্ব্বে অতি যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়া পাণিগ্রহণের আদেশ রহিয়াছে*। আমরাও পুত্রের বিবাহ দিতে সদ্বংশজাতা, সুন্দরী, সুশীলা ও গুণবতী পাত্রীর অনুসন্ধান করি, এবং কন্যাকে পাত্রস্থ করিতেও সদ্বংশজাত, সচ্চরিত্র, সুরূপ ও বিদ্বান বরেরই অন্বেষণ করি। বিবাহিতজীবনে দম্পতির পরস্পর উত্তমা প্রীতিও আমরা সকলেই বাঞ্ছা করি, এবং এই অভিষ্টফল-লাভের নিমিত্ত বর ও কন্যার উভয়ের কোষ্ঠী বিচার করিয়া বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করাই সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী আর্য্যঋষিগণের উপদেশ। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ভাগ্যে যাহা আছে তাহা হইবেই, যাহার ভাগ্যে যে প্রকার পত্নী লাভ হইবে তাহা নির্দ্দিষ্টই আছে, সুতরাং কোষ্ঠী বিচারের কোন আবশ্যকতা নাই। এই প্রকার ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। পূর্ব্ব-দৈহিক আত্ম-কৃত কর্ম্মই দৈব বা ভাগ্য, সুতরাং ভাগ্য বা অদৃষ্ট কর্ম্মফল মাত্র। কর্ম্ম-ফল (অদৃষ্ট) কর্ম্ম (পুরুষকার) দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইবে ইহা যুক্তিযুক্ত নহে কি? বস্তুতঃ ঐহিক আত্মকৃত কর্ম্ম বা পুরুষকার

---

* স্মৃতৌ। "ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং দারাঃ সম্প্রাপ্তিহেতবঃ।
পরীক্ষ্যাস্তে প্রযত্নেন পূর্ব্বমেব করগ্রহাৎ॥

দ্বারা অদৃষ্ট বা কর্ম্মজনিত-লব্ধ-ভাগ্য নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ভগবানের কৃপায় বহু বৎসর হইতে সামুদ্রিক ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যয়ন, আলোচনা ও চর্চ্চা করিয়া ইহাই বুঝিয়াছি যে পুরুষকার দ্বারা ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঐহিক আত্মকৃত কর্ম্ম দ্বারা ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হস্ত-রেখার সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন হইতেছে ইহা নিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি, এবং ঐই তথ্য হইতেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে আমরা নিজেই আংশিকরূপে আমাদের ভাগ্য-বিধাতা। জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক শাস্ত্র দ্বারা আমাদের পূর্ব্ব-দৈহিক আত্মকৃত কর্ম্ম অর্থাৎ অদৃষ্ট অবগত হইয়া ঐহিক আত্মকৃত কর্ম্ম অর্থাৎ পুরুষকার দ্বারা স্ব স্ব শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করিতে হইবে ইহাই জগদীশ্বরের অভিপ্রেত। যাহা হইবার তাহা হইবেই এই বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। পুরুষকার-প্রয়োগে অদৃষ্ট পরিবর্ত্তিত ও অদৃষ্টের দোষ সংশোধন করিয়া জীবন আনন্দময় ও শান্তিময় করিতে চেষ্টা করাই আমাদের কর্ত্তব্য। বিবাহের পূর্ব্বে বর ও কন্যার যোটক-বিচার করা, পুরুষকার-প্রয়োগে দাম্পত্যজীবন শান্তিময় ও দম্পতির সুখৈশ্বর্য্যাদি বৃদ্ধি করার চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে যে, কন্যার বৈধব্যযোগ রহিয়াছে, অথচ প্রবল পত্নীহানিযোগ আছে এমন পাত্রের সঙ্গে ঐ কন্যার বিবাহ হওয়ায় বৈধব্যযোগ-জনিত কুফল আদৌ ঘটে নাই, অথবা বহু বিলম্বে ঘটিয়াছে। বস্তুতঃ বিবাহিত-জীবন সুখময় ও শান্তিময় করার ইচ্ছা থাকিলে বিবাহের পূর্ব্বে

যোটক-বিচার অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সংসারে আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি, অমুকের (ধরুন্ রামের) সঙ্গে অমুকের (মনে করুন্ যদুর) খুব বেশী সদ্ভাব, কখনও তাহাদের ভিতরে কলহাদি হয় না, কিন্তু উক্ত রামের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই নবীনের মনোমালিন্য ও কলহ উপস্থিত হইল, অথচ রাম বেশ ভাল মানুষ। ইহার কারণ কি? কারণ অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে যে রাম ও নবীনের রাশ্যধিপের পরস্পর শত্রুতা আছে অথবা তাহাদের প্রীতিযোনি না হইয়া বৈরযোনি সংঘটিত হইয়াছে। দাম্পত্যজীবনেও দম্পতির মধ্যে কলহাদি ও মনোমালিন্য হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করিলেই জানা যাইবে যে, উভয়ের পরস্পর রাশিবশ্য নাই, ও রাশ্যধিপের শত্রুতা আছে অথবা গণশুদ্ধি, তারাশুদ্ধি, যোনিশুদ্ধি ইত্যাদি শুভযোগ হয় নাই। সুখের বিষয়, অধুনা আমাদের দেশে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কতক আস্থা জন্মিয়াছে এবং বিবাহের পূর্ব্বে যোটকবিচারেরও আবশ্যকতা অনেকেই ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে সাধারণতঃ যে প্রকার যোটক-বিচার করা হয়, তাহা নিতান্তই অসম্পূর্ণ। শুধু গণ ও বর্ণের মিল দেখিয়া অথবা রাজযোটক হইল কিনা তাহা দেখিয়াই অনেকস্থলে যোটক-বিচার সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। বিশেষতঃ অধিকাংশস্থলেই বর ও কন্যার আত্মীয়বর্গের জ্যোতিষশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা হেতু স্বল্পজ্ঞানবিশিষ্ট গ্রহাচার্য্য বা পণ্ডিতের দ্বারাই যোটকবিচার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, ইহাতে হিতে বিপরীত হইতেছে। যাহাতে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই

নিজে নিজে যোটক-বিচার করিতে সক্ষম হন, সেই উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত করা হইল। যোটক-বিচার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত তত্ত্বই এই গ্রন্থে সরল ভাষায় বিশদভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও এই গ্রন্থ সাহায্যে যোটক-বিচার করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়। জ্যোতিষের এক বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত তত্ত্ব একস্থানে সন্নিবেশিত হওয়ায় জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণেরও এই গ্রন্থ সাহায্যে যোটক বিচারের সুবিধা হইবে। গ্রন্থের শেষভাগে বৈধব্যাদিযোগের বিষয়েও কতকগুলি তত্ত্ব সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এখন এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ দ্বারা সাধারণের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হইলেও শ্রম সফল জ্ঞান করিব। কিমধিকমিতি।

শিবসাগর,
বঙ্গাব্দ ১৩১৯। } শ্রীরজনীকান্ত রায় দস্তিদার।

—:০:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশ রাশি।

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনুঃ, মকর, কুম্ভ ও মীন এই দ্বাদশটী রাশি নভোমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থিত আছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে কোন্ রাশির কিরূপ আকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নীচে একটী চক্রবিন্যাস করিয়া লিখিত হইল।

রাশি	আকার।	রাশি	আকার
মেষ	মেষাকার।	তুলা	পণ্যস্থানস্থিত তুলাদণ্ডধারী নরাকৃতি।
বৃষ	বৃষাকার।	বৃশ্চিক	বৃশ্চিকাকার।
মিথুন	একাসনস্থিত স্ত্রী ও পুরুষ, স্ত্রীর হস্তে বীণা, পুরুষের হস্তে গদা।	ধনুঃ	নিম্নভাগ অশ্বাকৃতি ও উর্দ্ধভাগ ধনুর্ধারী পুরুষাকৃতি।
কর্কট	কর্কটাকার, জলোপরি অবস্থিত।	মকর	মৃগের ন্যায় মুখ, অথচ মকরাকৃতি; শেষার্দ্ধ জলোপরিস্থিত।
সিংহ	সিংহাকার, পর্ব্বতোপরি অবস্থিত।	কুম্ভ	স্কন্ধে শূন্য-কুম্ভবিশিষ্ট নরাকৃতি।
কন্যা	জলোপরি শস্য ও অগ্নি-হস্তা নৌকারূঢ়া কুমারী।	মীন	পরস্পর পুচ্ছে ও মুখে বিপরীত-ভাবে সংলগ্ন জলোপরিস্থিত মৎস্যদ্বয়।

সপ্তবিংশতি নক্ষত্র।

আকাশমার্গে যে অসংখ্য নক্ষত্ররাজি দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী ত্রিকালজ্ঞ আর্য্যঋষিগণ নভোমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থিত সাতাইশটী নক্ষত্রের সহিতই মানবজীবনের বিশিষ্ট সম্বন্ধ আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সাতাইশটি নক্ষত্রের নাম নীচে দেওয়া হইল:—

(১) অশ্বিনী, (২) ভরণী, (৩) কৃত্তিকা, (৪) রোহিণী, (৫) মৃগশিরা, (৬) আর্দ্রা, (৭) পুনর্ব্বসু, (৮) পুষ্যা, (৯) অশ্লেষা, (১০) মঘা, (১১) পূর্ব্বফল্গুনী, (১২) উত্তরফল্গুনী, (১৩) হস্তা, (১৪) চিত্রা, (১৫) স্বাতী, (১৬) বিশাখা, (১৭) অনুরাধা, (১৮) জ্যেষ্ঠা, (১৯) মূলা, (২০) পূর্ব্বাষাঢ়া, (২১) উত্তরাষাঢ়া, (২২) শ্রবণা, (২৩) ধনিষ্ঠা, (২৪) শতভিষা, (২৫) পূর্ব্বভাদ্রপদ, (২৬) উত্তরভাদ্রপদ, (২৭) রেবতী।

এই নক্ষত্রগুলি প্রত্যেকটি চারিপাদে অর্থাৎ চারিভাগে বিভক্ত। মেষ, বৃষ ইত্যাদি দ্বাদশ রাশির প্রত্যেক রাশিই সওয়া-দুই নক্ষত্রে অর্থাৎ নয়পাদে গঠিত। যথা, অশ্বিনী, ভরণী, ও কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথমপাদে মেষরাশি; কৃত্তিকার শেষ তিনপাদ, রোহিণী, ও মৃগশিরা নক্ষত্রের প্রথম দুইপাদে বৃষরাশি; মৃগশিরার শেষ দুইপাদ, আর্দ্রা, ও পুনর্ব্বসুর প্রথম তিনপাদে মিথুনরাশি ইত্যাদি। কোন্ কোন্ নক্ষত্রের কোন্ কোন্ পাদে কি রাশি নিরূপিত হইয়াছে তাহা সহজে জানিবার জন্য পরপৃষ্ঠায় একটী চক্রবিন্যাস করা হইল।

রাশির নাম।	যে যে নক্ষত্রে গঠিত তাহাদের নাম ও পাদাঙ্ক।		
মেষ	অশ্বিনী, ৪	ভরণী, ৪	কৃত্তিকা ১
বৃষ	কৃত্তিকা, ৩	রোহিণী, ৪	মৃগশিরা, ২
মিথুন	মৃগশিরা, ২	আর্দ্রা, ৪	পুনর্ব্বসু ৩
কর্কট	পুনর্ব্বসু, ১	পুষ্যা, ৪	অশ্লেষা ৪
সিংহ	মঘা, ৪	পূর্ব্বফল্গুনী, ৪	উত্তরফল্গুনী ১
কন্যা	উত্তরফল্গুনী, ৩	হস্তা, ৪	চিত্রা ২
তুলা	চিত্রা, ২	স্বাতী, ৪	বিশাখা ৩
বৃশ্চিক	বিশাখা, ১	অনুরাধা, ৪	জ্যেষ্ঠা ৪
ধনুঃ	মূলা, ৪	পূর্ব্বাষাঢ়া, ৪	উত্তরাষাঢ়া ১
মকর	উত্তরাষাঢ়া, ৩	শ্রবণা, ৪	ধনিষ্ঠা ২
কুম্ভ	ধনিষ্ঠা, ২	শতভিষা, ৪	পূর্ব্বভাদ্রপদ ৩
মীন	পূর্ব্বভাদ্রপদ, ১	উত্তরভাদ্রপদ, ৪	রেবতী ৪

উপরের লিখিত চক্রদৃষ্টে কোন্ কোন্ রাশি কোন্ কোন্ নক্ষত্রের কোন্ কোন্ পাদে গঠিত, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

মনে করুন্, সিংহ রাশি কোন্ কোন্ নক্ষত্রের কোন্ কোন্ পাদে গঠিত, তাহা জানিতে হইবে। চক্রদৃষ্টে সহজেই প্রতীতি হইবে যে, মঘার চারিপাদ, পূর্ব্বফল্গুনীর চারিপাদ ও উত্তরফল্গুনীর একপাদ লইয়াই সিংহরাশি গঠিত হইয়া থাকে। চক্রে প্রত্যেক নক্ষত্রের নীচেই পাদাঙ্ক সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

প্রাগুক্ত সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত অভিজিৎ নামে আর একটী নক্ষত্র শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। উহা উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের শেষ-চতুর্থপাদ এবং শ্রবণার আদি-চারিদণ্ড লইয়া গঠিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নক্ষত্রদিগের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা।

শাস্ত্রে প্রত্যেক নক্ষত্রেরই এক একটী অধিষ্ঠাত্রীদেবতা নিরূপিত হইয়াছে। নক্ষত্রাধিপতির উল্লেখে অনেক সময় নক্ষত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। যথা, ভরণী নক্ষত্রের অধিপতি যম, এবং যম বলিলেই ভরণী নক্ষত্র বুঝাইবে ইত্যাদি। পরপৃষ্ঠায় একটী চক্র সন্নিবেশিত করা হইল, এই চক্রদৃষ্টে কোন্ নক্ষত্রের কোন্ অধিষ্ঠাত্রীদেবতা তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

নক্ষত্র	অধিষ্ঠাত্রীদেবতা	নক্ষত্র	অধিষ্ঠাত্রীদেবতা
অশ্বিনী	অশ্বিনীকুমারদ্বয়	স্বাতী	পবন
ভরণী	যম	বিশাখা	শক্রাগ্নি
কৃত্তিকা	অগ্নি	অনুরাধা	মিত্র
রোহিণী	ব্রহ্মা	জ্যেষ্ঠা	ইন্দ্র
মৃগশিরা	শশী	মূলা	নিঋ´তি
আর্দ্রা	রুদ্র	পূর্ব্বাষাঢ়া	জল
পুনর্ব্বসু	অদিতি	উত্তরাষাঢ়া	বিশ্ববিরিঞ্চি
পুষ্যা	বৃহস্পতি	শ্রবণা	কেশব
অশ্লেষা	সর্প	ধনিষ্ঠা	বসু
মঘা	পিতৃগণ	শতভিষা	বরুণ
পূর্ব্বফল্গুনী	ভগ	পূর্ব্বভাদ্রপদ	অজপাদ
উত্তরফল্গুনী	অর্য্যমা	উত্তরভাদ্রপদ	অহিব্রধ
হস্তা	রবি	রেবতী	পূষা
চিত্রা	বিশ্বকর্ম্মা	—	—

রামের মেষ রাশি বলিলে আমরা কি বুঝি? যদুর মিথুন রাশি ইহার অর্থ কি? 'রামের মেষ রাশি' ইহার অর্থ এই যে, যে দিবস যে সময় রামের জন্ম হয়, সেই দিবস সেই সময় চন্দ্র মেষ রাশিতে ছিলেন; 'যদুর মিথুন রাশি' ইহার অর্থ এই যে, যে দিন যে সময় যদুর জন্ম হয় সেই দিন সেই সময় চন্দ্র মিথুন রাশিতে ছিলেন। এই প্রকার নবীনের ভরণী নক্ষত্র বলিলে বুঝিতে হইবে যে, নবীনের জন্মসময়ে চন্দ্র ভরণী নক্ষত্রে ছিলেন। মেষাদি দ্বাদশরাশির প্রত্যেক রাশিতে চন্দ্র সওয়া-দুই দিন করিয়া অবস্থান করেন ও ২৭ দিন ৭ ঘণ্টায় তিনি একবার রাশিচক্র পরিভ্রমণ করেন। চন্দ্র কোন্ দিন কোন্ সময় কোন্ রাশিতে অবস্থান করেন, তাহা পঞ্জিকাদৃষ্টেই জানা যায়।

গ্রহাদির নাম,—পাপগ্রহ, শুভগ্রহ।

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই সাতটী গ্রহ প্রকাশ-গ্রহ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। রাহু ও কেতু প্রকৃতপক্ষে গ্রহ নহে।* পৃথিবী ও চন্দ্রকক্ষার উত্তরে ও দক্ষিণে

---

* সামুদ্রিকশাস্ত্রে করতলে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই সাতটী গ্রহেরই স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রাহু ও কেতুর জন্য করতলে কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। গ্রহাধীনই ভূমণ্ডলস্থ নরনারীর প্রকৃতি-বৈষম্য ঘটিয়া থাকে এবং অধুনা ইয়ুরোপের সামুদ্রিকশাস্ত্রে সপ্তগ্রহের অধীন Seven different types of humanity (সপ্তপ্রকার বিভিন্ন প্রকৃতির মানব) স্বীকৃত হইয়াছে। এই বিশ্বসংসারে সর্ব্বত্রই আমরা শুধু সাতেরই

সংলগ্ন স্থান দুইটীকে যথাক্রমে রাহু ও কেতু বলে। চন্দ্র যথাসময়ে উক্ত দুইস্থানে উপস্থিত হইলে পৃথিবীর উপর বিশেষ শক্তি প্রকাশ করেন, এই জন্যই রাহু ও কেতু গ্রহমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ইহাদিগকে অপ্রকাশ-গ্রহ বলা হয়।

ছড়াছড়ি দেখিতে পাই। সঙ্গীতের সপ্তস্বর, সপ্তদ্বীপ, সপ্তসমুদ্র, সপ্তর্ষিমণ্ডল, সপ্তবর্ণ (seven colours যাহা সূর্য্যের সপ্তাশ্ব বলিয়া কথিত), শরীরস্থ সপ্তধাতু, Theosophyর (থিওসফির) seven principles of man (মানবের সপ্তমূলতত্ত্ব), সপ্তবার, সপ্তসপ্ত (উনপঞ্চাশৎ) বায়ু, Seven wonders of the world (পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য বস্তু), বিবাহে সপ্তপদী গমন ইত্যাদি প্রত্যেকস্থলে কেবল সাতই আমাদের দৃষ্টিতে পতিত হয়। এই সমস্ত বিষয়ের গুহ্যরহস্য অনুসন্ধান করা শিক্ষিতব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। আমাদের ভাষাতেও আমরা সপ্ত সপ্ত অর্থাৎ উনপঞ্চাশৎ বর্ণই (স্বরবর্ণ ১৪ + ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৫) দেখিতে পাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত একজন বৈদান্তিক একদা গ্রন্থকারকে বলিয়াছিলেন যে, ইয়ুরোপীয় ভাষায় হিন্দুর দর্শনতত্ত্ব প্রকৃতরূপে উদ্ঘাটিত হইতে পারে না, কারণ ইয়ুরোপীয় ভাষায় উনপঞ্চাশৎ (সপ্ত সপ্ত) বর্ণ নাই। তাঁহার মতে ৪৯ সংখ্যক বর্ণ যে ভাষায় নাই, সেই ভাষায় গুহ্যতত্ত্ব বিষয়ক কোন শাস্ত্রই উপযুক্তরূপে আলোচিত হইতে পারে না। এই মত কতদূর সত্য বলিতে পারি না এবং ইহা অদ্ভুত মনে করিয়া অনেকেই হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন, কিন্তু মন্ত্রতন্ত্রের অনুশীলন ও আলোচনা করিয়া যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে আমাদের মন্ত্রগুলির ন্যায় অন্য কোন ভাষার মন্ত্রই সজীব ও প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ বলিয়া বোধ হয় না। মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের উচ্চারিত শব্দগুলির ধ্বনিদ্বারা Etherএ (আকাশে) Vibrations (কম্পন তরঙ্গ) খেলিতে থাকে এবং সেই তরঙ্গাভিঘাতেই বিশেষ শক্তি উৎপন্ন হয়। যে সকল ভাষায় ৪৯ সংখ্যক বর্ণ নাই, সেই সকল ভাষার মন্ত্রগুলির উচ্চারণে Etherএ (আকাশে) যে Vibrations (তরঙ্গ) উৎপাদিত হয়, তদ্দ্বারা বিশেষ কার্য্যকরী শক্তির বিকাশ হয় না, ইহা কি সত্য? এবং এইজন্যই কি আমাদের মন্ত্রগুলির ন্যায় সেইগুলি প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ নহে? আমাদের ওঁ-এর বিশেষ শক্তি ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদের নিকটও প্রতিভাত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ গুহ্যবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিত ষ্টোকার সাহেব (R. Dimsdale stocker) তাঁহার 'Clairvoyance' (দিব্যচক্ষুঃ) নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন "Another mode of self-hypnotisation which often brings a little clairvoyance along with it, is the repitition of a certain *Mantram*—such as the sacred word *Om*—over and over again"—ইহার ভাবার্থ এই যে, 'ওঁ' এই পবিত্র মন্ত্র বারম্বার উচ্চারণ করিলে অনেক সময়ে তন্ময় অবস্থা ও তৎসঙ্গে স্বল্পপরিমাণে দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়। এই সমস্ত বিষয় এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নহে বলিয়া সংক্ষেপে আভাসমাত্র দিলাম।

চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র ইহারা শুভগ্রহ, এবং ক্ষীণচন্দ্র,* শনি, রবি মঙ্গল, রাহু ও কেতু পাপগ্রহ। পাপগ্রহযুক্ত বুধও পাপগ্রহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

রাশ্যধিপাতি গ্রহ।

প্রত্যেক রাশিরই এক একটী অধিপতিগ্রহ আছেন। যথা, মেষ ও বৃশ্চিকের অধিপতি মঙ্গল, বৃষ ও তুলার অধিপতি শুক্র, মিথুন ও কন্যার অধিপতি বুধ, কর্কটের অধিপতি চন্দ্র, সিংহের অধিপতি রবি, ধনুঃ ও মীনের অধিপতি বৃহস্পতি, এবং মকর ও কুম্ভের অধিপতি শনি। পরপৃষ্ঠার চক্রদৃষ্টে রাশ্যধিপতি গ্রহ সহজেই জানা যাইবে।

যে গ্রহ যে রাশির অধিপতি, সেই রাশি সেই গ্রহের ক্ষেত্র বা গৃহ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যথা, মেষ রাশি মঙ্গলের ক্ষেত্র, বৃষ রাশি শুক্রের ক্ষেত্র, মিথুন রাশি বুধের ক্ষেত্র, কর্কট রাশি চন্দ্রের ক্ষেত্র, সিংহ রাশি রবির ক্ষেত্র, কন্যা রাশি বুধের ক্ষেত্র ইত্যাদি।

দেশস্থ সুশিক্ষিত, বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতদের ও প্রত্যেক শিক্ষিতব্যক্তিমাত্রেরই এই সমস্ত বিষয়ের অনুশীলন ও আলোচনাদ্বারা গূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

* কৃষ্ণাষ্টমীর শেষার্দ্ধ হইতে শুক্লাষ্টমীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত চন্দ্রকে ক্ষীণচন্দ্র বলে।

রাশি	অধিপতি গ্রহ	রাশি	অধিপতি গ্রহ
মেষ	মঙ্গল	তুলা	শুক্র
বৃষ	শুক্র	বৃশ্চিক	মঙ্গল
মিথুন	বুধ	ধনুঃ	বৃহস্পতি
কর্কট	চন্দ্র	মকর	শনি
সিংহ	রবি	কুম্ভ	ঐ
কন্যা	বুধ	মীন	বৃহস্পতি

গ্রহদিগের শত্রু মিত্র।

শুক্র ও শনি, রবির শত্রু; বুধ রবির সম; চন্দ্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি ইঁহারা রবির মিত্র। রবি ও বুধ, চন্দ্রের মিত্র; মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি ইঁহারা সম; চন্দ্রের শত্রু নাই। বুধ মঙ্গলের শত্রু; শুক্র ও শনি সম, এবং রবি, চন্দ্র ও বৃহস্পতি, মঙ্গলের মিত্র। চন্দ্র বুধের শত্রু; মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি সম, এবং রবি ও শুক্র, বুধের মিত্র। বুধ ও শুক্র, বৃহস্পতির শত্রু; শনি সম; রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল, বৃহস্পতির মিত্র। রবি ও চন্দ্র

শুক্রের শত্রু ; মঙ্গল ও বৃহস্পতি সম, এবং বুধ ও শনি মিত্র। রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল শনির শত্রু ; বৃহস্পতি সম, এবং বুধ ও শুক্র শনির মিত্র। সুবিধার জন্য গ্রহদিগের শত্রুমিত্রাদি চক্র নীচে দেওয়া হইল।

গ্রহ	মিত্র	সম	শত্রু
রবি	চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি	বুধ	শুক্র, শনি
চন্দ্র	রবি, বুধ	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি	০
মঙ্গল	রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি	শুক্র, শনি	বুধ
বুধ	রবি, শুক্র	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি	চন্দ্র
বৃহস্পতি	রবি, চন্দ্র, মঙ্গল	শনি	বুধ, শুক্র
শুক্র	বুধ, শনি	মঙ্গল, বৃহস্পতি	রবি, চন্দ্র
শনি	বুধ, শুক্র	বৃহস্পতি	রবি, চন্দ্র, মঙ্গল
রাহু	শুক্র, শনি	বুধ, বৃহস্পতি	রবি, চন্দ্র, মঙ্গল
কেতু	রবি, চন্দ্র, মঙ্গল	বুধ, বৃহস্পতি	শুক্র, শনি

গ্রহদিগের দৃষ্টি।

স্ব স্ব অবস্থিতস্থান হইতে সপ্তমস্থানে সকল গ্রহেরই পূর্ণদৃষ্টি। তাহা ব্যতীত তৃতীয় ও দশমস্থানে শনির পূর্ণদৃষ্টি, চতুর্থ ও অষ্টমস্থানে মঙ্গলের পূর্ণদৃষ্টি, এবং পঞ্চম ও নবমস্থানে বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি।

শনিভিন্ন সকল গ্রহেরই তৃতীয়ে ও দশমে একপাদদৃষ্টি; বৃহস্পতিভিন্ন সকল গ্রহেরই পঞ্চমে ও নবমে অর্দ্ধদৃষ্টি; মঙ্গল ভিন্ন সকল গ্রহেরই চতুর্থ ও অষ্টমস্থানে ত্রিপাদদৃষ্টি। উক্ত নিয়ম রাহুর বেলায় প্রযোজ্য নহে। রাহুর দৃষ্টির নিয়ম নীচে লিখিত হইতেছে। কেতুর দৃষ্টি নাই।

অবস্থিতস্থান হইতে পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও দ্বাদশস্থানে রাহুর পূর্ণদৃষ্টি; দ্বিতীয়ে ও দশমে ত্রিপাদদৃষ্টি; তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টমস্থানে অর্দ্ধদৃষ্টি। শুধু স্থিতিস্থানে ও একাদশস্থানে রাহুর দৃষ্টি নাই। অন্যান্য গ্রহগণের দ্বিতীয়ে, ষষ্ঠে, একাদশে ও দ্বাদশে দৃষ্টি নাই। গ্রহগণ রাশিচক্রে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট ইত্যাদি বামাবর্ত্তক্রমে পরিভ্রমণ করেন, কিন্তু রাহু, মেষ, মীন, কুম্ভ, মকর ইত্যাদি দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করেন, এই জন্য কাহারও কাহারও মতে রাহুর দৃষ্টি দক্ষিণাবর্ত্তে গণনা করিতে হয়, কিন্তু এই মত সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। এই গ্রন্থে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। সুবিধার জন্য পরপৃষ্ঠায় গ্রহদিগের দৃষ্টি-নির্ণায়ক একটী চক্র অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইল।

গ্রহ	১ম স্থান	২য় স্থান	৩য় স্থান	৪র্থ স্থান	৫ম স্থান	৬ষ্ঠ স্থান	৭ম স্থান	৮ম স্থান	৯ম স্থান	১০ম স্থান	১১শ স্থান	১২শ স্থান
রবি	•	•	একপাদদৃষ্টি	ত্রিপাদদৃষ্টি	অর্দ্ধদৃষ্টি	•	পূর্ণদৃষ্টি	ত্রিপাদদৃষ্টি	অর্দ্ধদৃষ্টি	একপাদদৃষ্টি	•	•
চন্দ্র	•	•	ঐ	ঐ	ঐ	•	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	•	•
মঙ্গল	•	•	ঐ	পূর্ণদৃষ্টি	ঐ	•	ঐ	পূর্ণদৃষ্টি	ঐ	ঐ	•	•
বুধ	•	•	ঐ	ত্রিপাদদৃষ্টি	ঐ	•	ঐ	ত্রিপাদদৃষ্টি	ঐ	ঐ	•	•
বৃহস্পতি	•	•	ঐ	ঐ	পূর্ণদৃষ্টি	•	ঐ	ঐ	পূর্ণদৃষ্টি	ঐ	•	•
শুক্র	•	•	ঐ	ঐ	অর্দ্ধদৃষ্টি	•	ঐ	ঐ	অর্দ্ধদৃষ্টি	ঐ	•	•
শনি	•	•	পূর্ণদৃষ্টি	ঐ	ঐ	•	ঐ	ঐ	ঐ	পূর্ণদৃষ্টি	•	•
রাহু	•	ত্রিপাদদৃষ্টি	অর্দ্ধদৃষ্টি	অর্দ্ধদৃষ্টি	পূর্ণদৃষ্টি	অর্দ্ধদৃষ্টি	ঐ	অর্দ্ধদৃষ্টি	পূর্ণদৃষ্টি	ত্রিপাদদৃষ্টি	•	পূর্ণদৃষ্টি
কেতু	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যোটক-বিচার কাহাকে বলে ?

বিবাহের পূর্ব্বে বর এবং কন্যার জন্মরাশি, জন্মনক্ষত্র ইত্যাদি হইতে যে শুভাশুভ বিচার করা যায় তাহাকে যোটক-বিচার কহে। যোটক-বিচার অষ্টপ্রকার, যথা, বর্ণকূট, বশ্যকূট, তারাকূট, যোনিকূট, গ্রহমৈত্রীকূট, গণমৈত্রীকূট, ভকূট বা রাশিকূট ও ত্রিনাড়ীকূট।

(১) বর্ণকূট।

বর্ণ চারি প্রকার, বিপ্রবর্ণ, ক্ষত্রিয়বর্ণ, বৈশ্যবর্ণ ও শূদ্রবর্ণ। রাশি হইতেই বর্ণ নিরূপিত হয়। কোন্ রাশির কোন্ বর্ণ তাহা নীচে লিখিত হইল।

মীন, বৃশ্চিক ও কর্কট ইহারা বিপ্রজাতি ;
মেষ, সিংহ ও ধনুঃ " ক্ষত্রিয়জাতি ;
বৃষ, কন্যা ও মকর " বৈশ্যজাতি ;
মিথুন, তুলা ও কুম্ভ " শূদ্রজাতি।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ জ্যোতিস্তত্ত্ব এবং সময়-প্রদীপের মতানুসারে রাশিদিগের নিম্নলিখিতরূপ জাতি-বিভাগ করা হয় :—

কর্কট, মীন ও বৃশ্চিক—বিপ্রজাতি ;
সিংহ, তুলা ও ধনুঃ—ক্ষত্রিয়জাতি ;
মিথুন, মেষ ও কুম্ভ—বৈশ্যজাতি ;
বৃষ, মকর ও কন্যা—শূদ্রজাতি।

এই মত পরাশর-সংহিতার মত নহে। ভগবান্ পরাশর মুনির মতে রাশিদিগের জাতিবিভাগ ১৩শ পৃষ্ঠায় লিখা হইয়াছে। জ্যোতিঃসংগ্রহ, ব্যবহার-চমৎকার ও নীলকণ্ঠীতাজক প্রভৃতি গ্রন্থেও ভগবান্ পরাশর মুনির মতানুযায়ী প্রথমোক্ত জাতি-বিভাগই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রমাণ যথা,—

জ্যোতিঃসংগ্রহে,—"ক্ষত্র-বিট্-শূদ্র-বিপ্রাঃ স্যুঃ ক্রমান্মেষাদি-রাশয়ঃ।
তত্র বর্ণাধিকা কন্যা নৈবোদ্বাহ্যা কদাচন॥"

ব্যবহারচমৎকারে,—"ঝষালিকর্কাঃ দ্বিজজাতয়ঃস্যুস্তথোপরি-ষ্টান্ নৃপবৈশ্যশূদ্রাঃ"।

তাজকে,—"পিত্তোহনিলো ধাতুসমঃ কফশ্চ ত্রিত্রৈর্যতঃ সূরিভিরূহনীয়ঃ।
রাজন্য-বিট্-শূদ্র-ধরামরাশ্চ সর্ব্বং ফলং রাশ্যনু-সারতঃ স্যাৎ॥"

কাশীতে ও অন্যান্য পশ্চিম প্রদেশে এই সকল গ্রন্থের মতানুসারেই রাশিদিগের জাতি নিরূপিত হয়। কলিতে ভগবান্ পরাশর মুনির * মতই প্রবল ও গ্রাহ্য, সুতরাং জাতকের

* "কৃতে তু মানবং শাস্ত্রং ত্রেতায়াং বাদরায়ণিঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥"

বর্ণনিরূপণে পরাশরসংহিতোক্ত মত গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। রাশিদিগের জাতি লইয়া মতবিরোধ থাকায় যোটক-বিচারে অনেকস্থলে গোলমাল হওয়ার কথা। এই বিষয়ে সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক মনে করি। নীলকণ্ঠীতাজক গ্রন্থে দ্বাদশ রাশির বিস্তারিত স্বরূপ বর্ণনায়ও পরাশরসংহিতোক্ত মতেই রাশিদিগের জাতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল না।

বর ও কন্যার রাশি হইতে তাহাদের বর্ণ নিরূপণ করিয়া কি বিচার করিতে হইবে তাহাই এখন লিখিতেছি। 'তত্র বর্ণাধিকা কন্যা নৈবোদ্বাহ্যা কদাচন' অর্থাৎ বর্ণশ্রেষ্ঠা কন্যাকে কদাচ বিবাহ করিবে না ইহাই জ্যোতিঃসংগ্রহে লিখিত হইয়াছে। শূদ্রবর্ণ অপেক্ষা বৈশ্যবর্ণ শ্রেষ্ঠ, বৈশ্যবর্ণ হইতে ক্ষত্রিয়বর্ণ শ্রেষ্ঠ, এবং ক্ষত্রিয়াপেক্ষা বিপ্রবর্ণ শ্রেষ্ঠ। বরের বর্ণাপেক্ষা কন্যার বর্ণ শ্রেষ্ঠ হইলে সেই কন্যাকে বিবাহ করিবে না, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। বর্ণশ্রেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিলে পতির নিধনাশঙ্কা হইয়া থাকে এবং বর্ণশ্রেষ্ঠা কন্যা প্রায়শঃই পতিপরায়ণা হয় না।

(২) বশ্যকূট।

কন্যার রাশি যদি বরের রাশির বশ্য হয়, তবে বিবাহে শুভ, অন্যথা হইলে দম্পতির মধ্যে কলহাদি হয়। রাশিদিগের বশ্যাবশ্য নীচে লিখিত হইতেছে।

(ক) সিংহরাশি ছাড়া অন্যান্য চতুষ্পাদরাশিগুলি দ্বিপদ-রাশির বশীভূত হয়।

(খ) জলজরাশি সকল দ্বিপদরাশির ভক্ষ্য।

(গ) সরীসৃপ ও কীটরাশি সকল দ্বিপদরাশির বশ্য।

(ঘ) সরীসৃপরাশি ও জলজরাশি ভিন্ন, দ্বিপদ ও চতুষ্পাদ-রাশি সকল, সিংহরাশির বশ্য।

দ্বিপদ-রাশি—মিথুন, তুলা, কুম্ভ, কন্যা, ও ধনুর পূর্ব্বার্দ্ধ।

চতুষ্পাদ রাশি—মেষ, বৃষ, সিংহ, মকরের, পূর্ব্বার্দ্ধ ও ধনুর শেষার্দ্ধ।

কীটরাশি
জলজরাশি } —কর্কট, বৃশ্চিক, মীন এবং মকরের শেষার্দ্ধ।

সরীসৃপ-রাশি—বৃশ্চিক।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা হইতেই আমরা বুঝিতেছি যে,—

(১) মিথুন, কন্যা, তুলা, ধনুর পূর্ব্বার্দ্ধ ও কুম্ভ ইহার অন্যতম বরের রাশি হইলে, এবং মেষ, বৃষ,কর্কট, বৃশ্চিক, ধনুর শেষার্দ্ধ, মকর ও মীন ইহার অন্যতম কন্যার রাশি হইলে, কন্যা বরের বশীভূতা হইবে।

(২) যদি বরের সিংহ রাশি হয়, এবং কন্যার মেষ, বৃষ, মিথুন, কন্যা, তুলা, ধনুঃ, কুম্ভ ও মকরের পূর্ব্বার্দ্ধ ইহার অন্যতম রাশি হয়, তবে কন্যা বরের বশীভূতা হইবে ;

(৩) কিন্তু কর্কট, বৃশ্চিক, মীন, ও মকরের শেষার্দ্ধ ইহার অন্যতম যদি কন্যার রাশি হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা সিংহরাশি-বরের বশীভূতা হইবে না।

উক্ত নিয়মের বিপরীতে বিপরীত ফল বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ মিথুন, কন্যা, তুলা, ধনুর পূর্ব্বার্দ্ধ ও কুম্ভ ইহার অন্যতম যদি কন্যার রাশি হয়, এবং মেষ, বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, ধনুর শেষার্দ্ধ, মকর ও মীন ইহার অন্যতম বরের রাশি হয়, তবে বর কন্যার বশীভূত হইবে ইত্যাদি।

কন্যার রাশি বরের রাশির বশ্য হইলে, কন্যা পতিপরায়ণা হইয়া থাকে, এবং বরের রাশি কন্যার রাশির বশ্য হইলে বর স্ত্রৈণ হয়। পরস্পরের রাশির বশ্যাভাবে দম্পতির মধ্যে কলহাদি হইয়া থাকে।

যে সকল রাশির বশ্যাবশ্য স্পষ্টতঃ শাস্ত্রে কথিত হয় নাই, সেই সকল রাশির বশ্যাবশ্য লোকাচার অনুসারে বিচার করিতে হইবে। যথা, কর্কট রাশি মকরের বশীভূত, মেষ রাশি বৃষের বশ্য ইত্যাদি।

(৩) তারাকূট।

জন্ম, সম্পদ, বিপদ, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও পরমমিত্র এই নয়টী তারা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। জাতকের বা জাতিকার জন্মনক্ষত্র জন্মতারা নামে অভিহিত হয়। জন্মনক্ষত্র হইতে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম

নক্ষত্রকে যথাক্রমে সম্পদ-তারা, বিপদ-তারা, ক্ষেম-তারা, প্রত্যরি-তারা, সাধক-তারা, বধ-তারা, মিত্র-তারা ও পরমমিত্র-তারা কহে। এই নিয়মে দশম নক্ষত্র হইতে অষ্টাদশ নক্ষত্র পর্য্যন্ত পুনরায় জন্ম, সম্পদ, বিপদ, ক্ষেম, ইত্যাদিক্রমে নয়টী তারা গণনা করিতে হয়, যথা জন্মনক্ষত্র হইতে দশম নক্ষত্র জন্মতারা, ১১শ নক্ষত্র সম্পদ-তারা, ১২শ নক্ষত্র বিপদ-তারা ইত্যাদি। এই নিয়মে গণনা করিয়া জন্মনক্ষত্র হইতে অষ্টাদশ নক্ষত্র পরমমিত্র-তারা হইবে। আবার উনবিংশ নক্ষত্র হইতে সপ্তবিংশ নক্ষত্র পর্য্যন্তও এই প্রকারেই নয়টী তারা গণনা করিতে হয়। সুবিধার জন্য নীচে অশ্বিনী, ভরণী, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী এই চারিটী নক্ষত্রের নবতারাবিভাগ-চক্র অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইল।

অশ্বিনী নক্ষত্রের নবতারাবিভাগ-চক্র।

জন্ম	সম্পদ	বিপদ	ক্ষেম	প্রত্যরি	সাধক	বধ	মিত্র	পরমমিত্র
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭

ভরণী নক্ষত্রের নবতারাবিভাগ-চক্র।

জন্ম	সম্পদ	বিপদ	ক্ষেম	প্রত্যারি	সাধক	বধ	মিত্র	পরমমিত্র
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	১

উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের নবতারাবিভাগ-চক্র।

জন্ম	সম্পদ	বিপদ	ক্ষেম	প্রত্যারি	সাধক	বধ	মিত্র	পরমমিত্র
২৬	২৭	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫

রেবতী নক্ষত্রের নবতারাবিভাগ-চক্র।

জন্ম	সম্পদ	বিপদ	ক্ষেম	প্রত্যরি	সাধক	বধ	মিত্র	পরমমিত্র
২৭	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬

জন্ম, সম্পদ, বিপদ ইত্যাদি নয়টী তারার মধ্যে বিপদ, প্রত্যরি ও বধ এই তিন তারা অর্থাৎ জন্মনক্ষত্র হইতে ৩য়, ৫ম ও ৭ম নক্ষত্র, অশুভ। এই তিনটী তারা ভিন্ন সমস্ত তারাই (অর্থাৎ জন্মনক্ষত্র,জন্মনক্ষত্র হইতে ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৮ম ও ৯ম নক্ষত্র) শুভ। শুধু বিবাদে, শ্রাদ্ধাদিকার্য্যে, ঔষধসেবনে, যাত্রাদিকার্য্যে ও ক্ষৌরকর্ম্মে জন্মতারা বর্জ্জন করার বিধান রহিয়াছে, এই সকল কার্য্য ব্যতীত অন্যান্য সকল কার্য্যেই জন্মতারা শুভ।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা হইতে আমরা বুঝিতেছি যে, বরের জন্মনক্ষত্র হইতে কন্যার জন্মনক্ষত্র গণনায় ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৮ম অথবা ৯ম হইলে বিবাহে বরের তারাশুদ্ধ হয়, এবং ৩য়, ৫ম, বা ৭ম হইলে বরের তারা অশুদ্ধ হয়। ৯-এর অধিক হইলে ৯ বাদ দিয়া গণনা করিতে হইবে। এইরূপ কন্যার

জন্মনক্ষত্র হইতে বরের জন্মনক্ষত্র পর্য্যন্ত গণনায় যদি ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৮ম বা ৯ম হয়, তবে বিবাহে কন্যার তারাশুদ্ধি হইবে, এবং ৩য়, ৫ম বা ৭ম হইলে কন্যার তারা অশুদ্ধ হইয়া থাকে। বর ও কন্যার পরস্পরের জন্মনক্ষত্র হইতে উভয়ের তারাশুদ্ধি দেখা কর্ত্তব্য। তবে উভয়ের নক্ষত্র হইতে উভয়েরই তারাশুদ্ধি খুব অল্প স্থলেই হইয়া থাকে, কিন্তু উভয়ের পরস্পর তারা অশুদ্ধ কখনই হয় না। যেখানে কন্যার নক্ষত্র হইতে গণনায় বরের নক্ষত্র অশুভতারা হয়, সেইস্থলে বরের নক্ষত্র হইতে গণনায় কন্যার তারা শুভ হইয়া থাকে, এবং যেখানে বরের নক্ষত্র হইতে গণনায় কন্যার তারা শুভ হয়, সেইস্থলে কন্যার নক্ষত্র হইতে গণনায় বরের তারা অশুভ হইয়া থাকে। সেইজন্য বিবাহে বরের তারাশুদ্ধিই বিশেষভাবে দেখা আবশ্যক বলিয়া বিধান রহিয়াছে, অর্থাৎ বরের জন্মনক্ষত্র হইতে কন্যার জন্মনক্ষত্র পর্য্যন্ত গণনায়, বরের তারাশুদ্ধিই বিবাহের যোটকবিচারে বিশেষভাবে দেখিতে হইবে।

(৪) যোনিকূট।

জন্মনক্ষত্র হইতেই যোনি নিরূপণ করিতে হয়। কোন্ নক্ষত্রের কোন্ যোনি তাহা পরপৃষ্ঠার চক্রদৃষ্টেই জানা যাইবে।

নক্ষত্র	যোনি	নক্ষত্র	যোনি
অশ্বিনী	ঘোটক	স্বাতী	মহিষ
ভরণী	হস্তী	বিশাখা	ব্যাঘ্র
কৃত্তিকা	মেষ	অনুরাধা	হরিণ
রোহিণী	সর্প	জ্যেষ্ঠা	ঐ
মৃগশিরা	ঐ	মূলা	কুক্কুর
আর্দ্রা	কুক্কুর	পূর্ব্বাষাঢ়া	বানর
পুনর্ব্বসু	বিড়াল	উত্তরাষাঢ়া	নকুল
পুষ্যা	মেষ	শ্রবণা	বানর
অশ্লেষা	বিড়াল	ধনিষ্ঠা	সিংহ
মঘা	ইন্দুর	শতভিষা	ঘোটক
পূর্ব্বফল্গুনী	ঐ	পূর্ব্বভাদ্রপদ	সিংহ
উত্তরফল্গুনী	গো	উত্তরভাদ্রপদ	গো
হস্তা	মহিষ	রেবতী	হস্তী
চিত্রা	ব্যাঘ্র	অভিজিৎ	নকুল

বর ও কন্যার এক যোনি হইলে বিবাহে শুভ, ভিন্ন যোনি হইলে ফল মধ্যম, এবং বৈরযোনি হইলে বিবাহে অশুভ হয়। বৈরযোনিতে কখনও বিবাহ করা উচিত নহে, তবে কন্যার রাশি বরের রাশির বশ্য হইলে, বৈরযোনি-বিবাহে তেমন দোষ হইবে না।

যোনি-বৈরতা সম্বন্ধে রত্নমালা * গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, গো ও ব্যাঘ্রযোনির পরস্পর বৈরতা হয়। হস্তী ও সিংহযোনির পরস্পর বৈরতা; কুক্কুর ও হরিণযোনির, নকুল ও সর্পযোনির, বানর ও মেষযোনির, এবং বিড়াল ও ইন্দুরযোনির পরস্পর বৈরতা হয়। ইহা ব্যতীত লোকাচার অনুসারে যোনি-বৈরতা পরিজ্ঞাত হইয়া বর ও কন্যার এবং প্রভু ও ভৃত্যের পরস্পরের মঙ্গলের জন্য বৈরযোনি পরিত্যাগ করার উপদেশ প্রাগুক্ত রত্নমালা গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দেশে বিবাহের পূর্ব্বে যোটক-বিচারে নক্ষত্রযোনির বিচার অধিকাংশ স্থলেই করা হয় না। কেবল গণ ও বর্ণের মিল দেখিয়া অথবা রাজযোটক দেখিয়াই যোটক-বিচার উত্তম হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। ইহা নিতান্তই আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই। বিবাহে যোনিকূট-বিচার বড়ই আবশ্যক। বৈরযোনিতে বিবাহে অশুভফল অবশ্যম্ভাবী। ভৃত্য নিযুক্ত করিতেও নক্ষত্রযোনির বিচারের

---

* রত্নমালায়াং। "গো-ব্যাঘ্রং গজ-সিংহমশ্ব-মহিষং শ্বৈনক্ষ বভ্রূরগম্।
বৈরং বানর-মেষকঞ্চ সুমহত্তদ্বদ্বিড়ালোন্দুরম্॥
লোকানাং ব্যবহারতোঽন্যদপি চ জ্ঞাত্বা প্রযত্নাদিদম্।
দম্পত্যোর্নৃপভৃত্যয়োরপি সদা বর্জ্জ্যং শুভস্থার্থিভিঃ॥"

আবশ্যকতা শাস্ত্রে বুঝান হইয়াছে, কিন্তু অধুনা বিবাহে পর্য্যন্ত যোনিকূট-বিচার করা হয় না ইহাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

(৫) গ্রহমৈত্রকূট।

বর ও কন্যায় রাশ্যধিপতি গ্রহের যদি পরস্পর মিত্রতা থাকে অথবা উভয়ের রাশ্যাধিপ-গ্রহ এক হয়, তাহা হইলে বিবাহে মহতী প্রীতি ; সম হইলে মধ্যম ফল এবং শত্রুতা হইলে বর ও কন্যার পরস্পর কলহাদি হইয়া থাকে। প্রথম পরিচ্ছেদে রাশ্যধিপতি গ্রহের ও গ্রহদিগের শত্রুমিত্রাদির বিবরণ সমস্তই বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে।

(৬) গণকূট।

জন্মনক্ষত্র হইতেই গণ নির্ণীত হয়। গণ তিন প্রকার, দেবগণ, নরগণ ও রাক্ষসগণ। কোন্ নক্ষত্রে কি গণ হয় তাহা নীচে লিখিত হইতেছে।

অশ্বিনী, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, হস্তা,
স্বাতী, অনুরাধা, শ্রবণা, রেবতী } —দেবগণ ;

ভরণী, রোহিণী, আর্দ্রা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী,
পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ } —নরগণ ;

কৃত্তিকা, অশ্লেষা, মঘা, চিত্রা, বিশাখা,
জ্যেষ্ঠা, মূলা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা } —রাক্ষসগণ।

গণ নির্ণয়ের জন্য খনার একটী সুন্দর বচন রহিয়াছে তাহা নীচে দেওয়া হইল।

"দে মা রা ম দে মা দে দে
রা রা ম ম দে রা দে রা
দে রা রা ম ম দে রা রা
মা মা দে গ ণ নি র্ণ য়ঃ"

ব্যাখ্যা,—দে = দেবগণ ;
মা ও ম = মানুষগণ (নরগণ) ;
রা = রাক্ষসগণ।

তিন গণের আদ্যক্ষরদ্বারা সাতাইশটী নক্ষত্রের গণ প্রাগুক্ত খনার বচনে নির্ণীত হইয়াছে। বচনের প্রথমে 'দে' আছে, ইহার অর্থ এই যে, প্রথমনক্ষত্রে অর্থাৎ অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম হইলে দেবগণ হয়, তারপরে 'মা' আছে, ইহার অর্থ এই যে ২য় নক্ষত্রে অর্থাৎ ভরণী নক্ষত্রে নরগণ। এই নিয়মে সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের জন্য তিন গণের আদ্যক্ষর ঐ বচনে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বর ও কন্যার উভয়েরই যদি একগণ হয়, তাহা হইলে বিবাহে উত্তমা প্রীতি ; দেবগণে ও নরগণে মধ্যম সুখ ; দেবগণে ও রাক্ষসগণে বৈরতা (মতান্তরে স্বল্পসুখ), এবং নরগণে ও রাক্ষসগণে বিবাহ হইলে দম্পতির মধ্যে একজনের

মৃত্যু হইয়া থাকে। জ্যোতিষতত্ত্বে কথিত হইয়াছে যে বরের নরগণ ও কন্যার রাক্ষসগণ হইলে পতির মৃত্যু অথবা নির্ধনতা হয়। তবে গ্রহমৈত্রী, রাশিবশ্য, যোনিশুদ্ধি ও রাজযোটক হইলে রাক্ষসগণা কন্যার বিবাহেও দোষ হইবে না। প্রমাণ যথা,—

বশিষ্ঠ ঃ—"গ্রহমৈত্রী রাশিবশ্যং সম্ভকূটং ভবেদ্ যদি।
সদ্‌গণাভাবজনিতো দোষঃ কোঽপি ন বিদ্যতে ॥"

গর্গমুনি বলেন "রক্ষোগণো যদা পুংসাং কুমারী নৃগণো ভবেৎ।
সম্ভকূটং খগপ্রীতির্যোনিশুদ্ধিঃ শুভন্তদা ॥"

অর্থাৎ যদি বরের রাক্ষসগণ ও কন্যার নরগণ হয়, তবে রাজযোটক, রাশ্যধিপতির মিত্রতা, রাশিবশ্য ও যোনিশুদ্ধি হইলে বিবাহ শুভ হইয়া থাকে।

(৭) ভকূট বা রাশিকূট।

বর ও কন্যার রাশি হইতে যে শুভাশুভ বিচার করা যায় তাহাকেই ভকূট বা রাশিকূট বিচার কহে। শুধু রাশি হইতে কি কি বিচার করা যায় তাহা নীচে লিখিত হইতেছে।

(ক) রাজযোটক।

বর ও কন্যার উভয়েরই যদি এক রাশি হয়, অথবা পরস্পর সমসপ্তক (যেমন বৃষে বৃশ্চিকে) হয়, অথবা পরস্পর

চতুর্থ দশম (যেমন মকরে-মেষে) হয়, বা পরস্পর তৃতীয় একাদশ (যেমন মিথুনে সিংহে) হয়, তাহা হইলে রাজযোটক-মেলক হয়। কোন্ কোন্ রাশিতে সমসপ্তক হয় তাহা জানা আবশ্যক বোধে নীচে লিখিত হইল।

বৃষ ও বৃশ্চিক, কর্কট ও মকর, অথবা কন্যা ও মীন, বর এবং কন্যার রাশি হইলে সমসপ্তক কহা যায়। পরস্পর সপ্তম মেষ ও তুলা, মিথুন ও ধনুঃ, এবং সিংহ ও কুম্ভ, বর ও কন্যার রাশি হইলে তাহাকে বিষমসপ্তক বলে। বিষমসপ্তক-যোটকে বিবাহ হইলে বর ও কন্যার মৃত্যু হয়, সেইজন্যই ইহা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে।

রাজমার্ত্তণ্ড * গ্রন্থে রাজযোটকের বিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে। যোটকবিচারে যদি বর ও কন্যার রাশ্যধিপতির পরস্পর শত্রুতা থাকে, অথবা তারাকূট বিচারে বরের তারাশুদ্ধি হয় না, বা গণশুদ্ধি হয় না, বা নাড়ীবেধ হয়, অথবা কন্যা বর্ণশ্রেষ্ঠা হয়, তাহা হইলেও রাজযোটকের শক্তিপ্রভাবে ঐ সকল দোষ নষ্ট হয় বলিয়া উক্ত রাজমার্ত্তণ্ড গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। আমাদের দেশে এইজন্যই শুধু রাজযোটক-মেলক হইলেই যোটকবিচার যথেষ্ট হইল বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচনা করা হয়। কিন্তু একটু অনুধাবন করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে প্রাগুক্ত রাজমার্ত্তণ্ড গ্রন্থেও রাজযোটকের প্রশংসায় বশ্যকূট ও

---

* "ন রাজযোগে গ্রহবৈরিতা চ ন তারশুদ্ধির্নগণত্রয়ং স্যাৎ,
ন নাড়ীদোষো ন চ বর্ণদুষ্টির্গাদয়স্তে মুনয়ো বদন্তি॥"

যোনিকূট বিচারের আবশ্যকতা লোপ করা হয় নাই। বশ্যাবশ্য বিচারে দোষ অথবা বৈরযোনির দোষ রাজযোটক-মেলকে নষ্ট হয় বলিয়া উক্ত গ্রন্থেও বলা হয় নাই। শুধু রাজযোটক-মেলকে বিবাহ হওয়ায় কন্যার বৈধব্য ইত্যাদি কুফল ফলিতে অনেক স্থলেই প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বর এবং কন্যার কেবল রাজযোটক-মেলকই যথেষ্ট বিবেচনা করা কখনও সঙ্গত নহে। বর ও কন্যার মঙ্গলার্থী সকলেরই যোনিকূট, বশ্যকূট ইত্যাদিরও বিশেষ বিচার করা আবশ্যক।

(খ) ষড়ষ্টক।

বর ও কন্যার পরস্পরের রাশি ষষ্ঠ ও অষ্টম হইলে ষড়ষ্টক দোষ হয়। এই যোটকে বিবাহ হইলে কন্যার মৃত্যু হয়। ষড়ষ্টক দুইপ্রকার, মিত্রষড়ষ্টক এবং অরিষড়ষ্টক। ষড়ষ্টক হইয়া বর ও কন্যার রাশ্যধিপতির পরস্পর মিত্রতা থাকিলে, বা রাশ্যধিপতিগ্রহ এক হইলে, মিত্রষড়ষ্টক কহা যায়। যেমন, বর ও কন্যার রাশি যদি মকর ও মিথুন, কন্যা ও কুম্ভ, সিংহ ও মীন, বৃষ ও তুলা, বৃশ্চিক ও মেষ, এবং কর্কট ও ধনুঃ ইহার অন্যতম হয়, তবে মিত্রষড়ষ্টক হইবে। মিত্রষড়ষ্টকে বিবাহ খুব বেশী দোষনীয় নহে, উহাতে দম্পতির মধ্যে কলহাদি হইয়া থাকে মাত্র। কিন্তু মিত্রষড়ষ্টকস্থলে বরের তারাশুদ্ধি না হইলে বিবাহ কখনও দিবে না ইহাই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। আবার

যদি কন্যার রাশি হইতে বরের রাশি অষ্টম হয়, ও বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি ষষ্ঠ হয়, তবে বর ও কন্যার রাশ্যধিপতিগ্রহের মিত্রতা থাকিলেও সেই বিবাহ পরিত্যাজ্য।

ষড়ষ্টকে বর ও কন্যার উভয়ের রাশ্যধিপতির যদি শত্রুতা থাকে তাহা হইলে অরিষড়ষ্টক হয়। যেমন, বর ও কন্যার রাশি যদি মকর ও সিংহ, কন্যা ও মেষ, মীন ও তুলা, কর্কট ও কুম্ভ, বৃষ ও ধনুঃ, এবং বৃশ্চিক ও মিথুন ইহার অন্যতম হয়, তবে অরিষড়ষ্টক হইবে। অরিষড়ষ্টকে বিবাহ পরিত্যাজ্য।

(গ) নবপঞ্চক।

বর ও কন্যার পরস্পরের রাশি পঞ্চম ও নবম হইলে, নবপঞ্চক দোষ কহা যায়। নবপঞ্চক-যোটকের ফল অনপত্যতা। নবপঞ্চক-যোটকে আবার কন্যার রাশি হইতে বরের রাশি পঞ্চম হইলে অথবা বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি নবম হইলে কোন দোষ হয় না। এই প্রকার যোটকে কন্যা পুত্রবতী ও পতিবল্লভা হয়। কিন্তু বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি পঞ্চম হইলে অথবা কন্যার রাশি হইতে বরের রাশি নবম হইলে কন্যা মৃতবৎসা হইয়া থাকে। এই প্রকার নবপঞ্চক-যোটকেই বিবাহ দোষণীয় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

(ঘ) দ্বিদ্বাদশ।

বর ও কন্যার পরস্পরের রাশি দ্বিতীয় ও দ্বাদশ হইলে দ্বিদ্বাদশ দোষ হয়। দ্বিদ্বাদশের ফল দরিদ্রতা। কিন্তু বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি দ্বাদশ হইলে অথবা কন্যার রাশি হইতে বরের রাশি দ্বিতীয় হইলে বিবাহে দোষ হয় না। এই প্রকার যোটকে কন্যা ধনবতী ও পতিবল্লভা হইয়া থাকে। যদি বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি দ্বিতীয় হয় অথবা কন্যাব রাশি হইতে বরের রাশি দ্বাদশ হয়, তাহা হইলে বিবাহ দোষণীয়। এই প্রকার যোটকে বিবাহ হইলেই দ্বিদ্বাদশের অশুভ ফল অর্থাৎ দরিদ্রতা হইয়া থাকে।

দ্বিদ্বাদশ হইয়া বর ও কন্যার রাশ্যধিপতির যদি পরস্পর মিত্রতা থাকে ও বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি দ্বাদশ হয়, তাহা হইলে মিত্রদ্বিদ্বাদশ হয়, এবং রাশ্যধিপতির পরস্পর মিত্রতা না-থাকিলে, ও বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি দ্বিতীয় হইলে অরিদ্বিদ্বাদশ হয়। যথা, ধনুঃ ও বৃশ্চিক, কুম্ভ ও মকর, মেষ ও মীন, সিংহ ও কর্কট, মিথুন ও বৃষ, এবং তুলা ও কন্যা, বর ও কন্যার রাশি হইলে মিত্রদ্বিদ্বাদশ-যোটক হয়। এই যোটকে বিবাহ শুভ। ধনুঃ ও মকর, কুম্ভ ও মীন, মেষ ও বৃষ, মিথুন ও কর্কট, সিংহ ও কন্যা, এবং তুলা ও বৃশ্চিক, বর ও কন্যার রাশি হইলে অরিদ্বিদ্বাদশ-যোটক হয়। এই প্রকার যোটকে বিবাহ অশুভ।

যদি বর ও কন্যার উভয়ের রাশ্যধিপতিগ্রহের পরস্পর মিত্রতা থাকে, অথবা উভয়ের রাশ্যধিপগ্রহ এক হয়, ও বরের তারাশুদ্ধি হয় এবং কন্যার রাশি বরের রাশির বশ্য হয়, তাহা হইলে ষড়ষ্টক, নবপঞ্চক ও দ্বিদ্বাদশযোগেও বিবাহ দেওয়া হইতে পারে বলিয়া রাজমার্ত্তণ্ড* গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

(ঙ) একরাশি ও একনক্ষত্র যোগ।

যদি বর ও কন্যার একরাশি ও একনক্ষত্র হয়, তাহা হইলে বিবাহে কন্যা ধনবতী ও পুত্রবতী হইয়া থাকে, এবং তাহার স্বামী (অবশ্য কন্যার প্রবল বৈধব্যযোগ না থাকিলে) দীর্ঘজীবী হয়।

যদি বর ও কন্যার এক রাশি কিন্তু বিভিন্ন নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে বিবাহে শুভ, কিন্তু এক নক্ষত্র হইয়া যদি ভিন্ন রাশি হয়, তবে বিবাহে অশুভ হয়।

---

* রাজমার্ত্তণ্ডে। "সৌহৃদ্যে হ্যুভয়োর্দ্বয়োরপি তয়োরেকাধিপত্যেঽপি চ।
তারা যঠস্থমিত্রমিত্রজননক্ষেমাথ সম্পদ্ যদি।
ষট্কাষ্টে নবপঞ্চমে ব্যয়ধনে যোগেঽপি পুংযোষিতঃ।
প্রীত্যায়ুঃ সুখবৃদ্ধিপুষ্টিজনকঃ কার্য্যো বিবাহস্তদা"॥

(৮) নাড়ীকূট।

অশ্বিনী হইতে রেবতী পর্য্যন্ত সপ্তবিংশতি নক্ষত্র সর্পাকার ত্রিনাড়ীচক্রে বিন্যাস করিয়া নাড়ীবেধ বিচার করতঃ দম্পতির শুভাশুভ নিরূপণ করিতে হয়। অশ্বিনী, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ এই নয়টী আদ্যনাড়ী-নক্ষত্র ; ভরণী, মৃগশিরা, পুষ্যা, পূর্ব্বফল্গুনী, চিত্রা, অনুরাধা, পূর্ব্বাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা ও উত্তরভাদ্রপদ এই নয়টী মধ্যনাড়ী-নক্ষত্র ; এবং কৃত্তিকা, রোহিণী, অশ্লেষা, মঘা, স্বাতী, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা ও রেবতী এই নয়টী পৃষ্ঠনাড়ীনক্ষত্র।

বর ও কন্যার উভয়ের জন্মনক্ষত্র একনাড়ীস্থ হইলে নাড়ীবেধ হয়। নাড়ীবেধ হইলে বিবাহ পরিত্যাজ্য। বর ও কন্যার উভয়ের জন্মনক্ষত্র আদ্যনাড়ীস্থ হইলে বরের মৃত্যু, মধ্যনাড়ীস্থ হইলে বর ও কন্যা উভয়ের মৃত্যু, এবং পৃষ্ঠনাড়ীস্থ হইলে কন্যার মৃত্যু হয়।

সুবিধার জন্য পরপৃষ্ঠায় নক্ষত্রাঙ্ক দিয়া ত্রিনাড়ীচক্র অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইল। এই চক্রদৃষ্টে আশু সহজেই নাড়ীবেধ বিচার করা যাইবে।

যদি বর ও কন্যার এক রাশি হয়, বা রাজযোটক-মেলক হয়, অথবা পরস্পরের রাশ্যধিপতির মিত্রতা থাকে (বা উভয়ের রাশ্যধিপ এক হয়), এবং বরের তারাশুদ্ধি ও কন্যার রাশি বরের

পৃষ্ঠনাড়ী-নক্ষত্র	মধ্যনাড়ী-নক্ষত্র	আদ্যনাড়ী-নক্ষত্র
৩	২	১
৪	৫	৬
৯	৮	৭
১০	১১	১২
১৫	১৪	১৩
১৬	১৭	১৮
২১	২০	১৯
২২	২৩	২৪
২৭	২৬	২৫

রাশির বশ্য হয়, তবে নাড়ীবেধেও বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

কশ্যপমুনি বলেন, সারস্বত, করহাট, কোঙ্কণ, কাশ্মীর, চীন ও বঙ্গদেশে নাড়ীবেধ বিচার করিতে হইবে, অন্যান্য দেশে নাড়ীবেধ বিচারের দরকার নাই।

কশ্যপ :— "সারস্বত করহাটকোঙ্কণকাশ্মীরচীনবঙ্গেষু।
নাড়ীবেধশ্চিন্ত্যঃ পাণিগ্রহণে ন চান্যত্র এব ॥"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যোটকবিচার সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তত্ত্বই বিশদভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। যোটকবিচার ছাড়া বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার কোষ্ঠি বিচার করিয়া বৈধব্যাদি যোগ আছে কি না তাহা দেখা আবশ্যক। কন্যার বৈধব্যযোগ থাকিলে, প্রবল পত্নীহানিযোগ আছে এমন পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ সুস্থির করা কর্ত্তব্য। এইরূপ করিলে বৈধব্যযোগের কুফল নিবারিত হয়, অথবা বহু বিলম্বে বৈধব্য ঘটিয়া থাকে ইহা অনেকস্থলেই প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। বরের আয়ুঃ সম্বন্ধেও অন্ততঃ মোটামুটী গণনা করিয়া অল্পায়ুঃযোগ আছে কি না ইহা দেখা বিশেষ আবশ্যক। অন্যান্য বিষয় বিচার করিতে পারিলে আরও ভাল হয়। আয়ুর্বিচার ও জ্যোতিষের অন্যান্য জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে আলোচনা করা সম্ভবপর নহে, গ্রন্থান্তরে এই সকল বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল। এখানে বৈধব্যাদি-যোগ ও পত্নীহানি-যোগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা লিখিত হইল।

বৈধব্যাদি-যোগ।

(১) কন্যার জন্মলগ্নের সপ্তমে * (অথবা লগ্ন হইতে চন্দ্র বলবান হইলে চন্দ্রের সপ্তমে †) পাপদৃষ্ট মঙ্গল থাকিলে বাল্যে অর্থাৎ ষোড়শ বর্ষ মধ্যে বিধবা হয়।

(২) পাপদৃষ্ট বা শত্রুদৃষ্ট শনি সপ্তমে (লগ্ন ও চন্দ্র উভয়ের মধ্যে যে বলবান তাহার সপ্তমে) থাকিলে, কন্যা বালিকা কালেই জরাজীর্ণকলেবরা হয় অথবা বিধবা হয়।

(৩) কন্যার লগ্নের বা চন্দ্রের সপ্তমে (উভয়ের মধ্যে যে বলবান তাহার সপ্তমে) পাপদৃষ্ট বা শত্রুদৃষ্ট রবি থাকিলে, কন্যা স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হয়।

(৪) কন্যার জন্মলগ্নের সপ্তমে পাপক্ষেত্রে শনি থাকিলে বৈধব্যযোগ হয়; সপ্তমে দুইটী পাপগ্রহ থাকিলে নারী কামাসক্তা

---

* কোষ্ঠীতে যে গ্রহচক্র সন্নিবেশিত থাকে তাহাতে জাতকের বা জাতিকার জন্মসময়ে কোন্ গ্রহ কোন্ রাশিতে অবস্থিত ছিলেন তাহা লিখিত হয়। গ্রহগণ রাশিচক্রে বামাবর্ত্তক্রমে পরিভ্রমণ করেন ইহা প্রথম পরিচ্ছেদেই বলা হইয়াছে। গ্রহগণ বামাবর্ত্তক্রমে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করেন বলিয়াই কোষ্ঠীতে যে গ্রহচক্র সন্নিবেশিত থাকে সেই চক্রে বামাবর্ত্তক্রমে গণনা করিতে হয়। যেমন, বৃশ্চিকে জাতকের বা জাতিকার লগ্ন হইলে ধনু দ্বিতীয় গৃহ, মকর তৃতীয় গৃহ, কুম্ভ চতুর্থ গৃহ হইবে। এখন মনে করুন, কোন কন্যার বৃশ্চিক লগ্ন. এবং গ্রহচক্রদৃষ্টে ঐ কন্যার বৃশ্চিকে শনি ও বৃষে মঙ্গল আছেন জানা গেল। সুতরাং ঐ কন্যার লগ্ন হইতে সপ্তমগৃহে (বৃষে) পাপগ্রহ শনিদৃষ্ট হইয়া মঙ্গল থাকা হেতু প্রবল বৈধব্যযোগ আছে বুঝিতে হইবে। বৈধব্যাদি যোগের সূক্ষ্ম-বিচার করিতে না পারিলেও, প্রথমশিক্ষার্থিরা একটু চেষ্টা করিলে বৈধব্যাদি যোগ কতকটা নিজে নিজেই বুঝিতে সক্ষম হইবেন।

† চন্দ্রের সপ্তমে = চন্দ্র যে রাশিতে আছেন সেই রাশির সপ্তমে।

ও বিধবা হয় ; সপ্তমে তিনটী পাপগ্রহ থাকিলে নারী কুলটা ও স্বামী-ঘাতিনী হয়।

(৫) জন্মলগ্নের অষ্টমে পাপগ্রহ থাকিলেও নারী বিধবা হয়, কিন্তু অষ্টমে পাপগ্রহ থাকিয়া যদি লগ্নের দ্বিতীয়ে শুভগ্রহ থাকে, তবে বৈধব্যযোগ হয় না, এই প্রকার যোগে নারীর নিজেরই মৃত্যু হয়।

(৬) জন্মলগ্ন হইতে অষ্টমস্থ পাপগ্রহ পাপক্ষেত্রস্থ ও পাপদৃষ্ট হইলে নারী বিধবা হয়।

(৭) কন্যার অষ্টমাধিপতি যে গ্রহের নবাংশে থাকিবেন, সেই নবাংশপতি যদি পাপগ্রহ হয় এবং পাপক্ষেত্রস্থ ও পাপদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বৈধব্যযোগ হয়।

(৮) কন্যার লগ্নে, অথবা চতুর্থে, বা সপ্তমে, বা অষ্টমে, বা দ্বাদশে মঙ্গল থাকিলে পতিহানির আশঙ্কা করা যায়।

বৈধব্যদোষনাশক-যোগ।

লগ্ন বা চন্দ্র হইতে কোন শুভগ্রহ সপ্তমস্থানস্থিত অথবা সপ্তমাধিপতি সপ্তমস্থানস্থিত হইলে বৈধব্যদোষভঙ্গযোগ হয়। লগ্ন হইতে নবমস্থানে বৃহস্পতি কি অন্য শুভগ্রহ থাকিলেও বৈধব্যদোষ খণ্ডন হয়।

পত্নীহানিযোগ।

(১) পাপদৃষ্ট ও পাপযুক্ত রাহু সপ্তমস্থ হইলে বিবাহই হয় না। যদি বিবাহ হয় তবে পত্নী জীবিত থাকে না। উক্ত

রাহু শুভদৃষ্ট বা শুভগ্রহযুক্ত হইলে বিলম্বে, আর শুভগ্রহদৃষ্ট বা যুক্ত না হইলে অবিলম্বে পত্নীর মৃত্যু হয়।

(২) জাতকের সপ্তমে মঙ্গল ও অষ্টমে শনি থাকিলে দ্বিভার্য্যা হয় ও একটী ভার্য্যার মৃত্যু হয়।

(৩) ষষ্ঠে মঙ্গল, সপ্তমে রাহু ও অষ্টমে শনি থাকিলে পত্নীর মৃত্যু হয়।

(৪) দশমে রবি ও ষষ্ঠে চন্দ্র থাকিলে ভার্য্যার মৃত্যু হয়।

(৫) লগ্ন ও চন্দ্রের সপ্তমে পাপগ্রহ থাকিলে পত্নীহানি হয়।

(৬) লগ্নে বা ৪র্থে, বা ৭মে, বা ৮মে, বা ১২শে মঙ্গল থাকিলে পত্নীহানি হয।

(৭) নীচস্থ বৃহস্পতি সপ্তমস্থ, অথবা মীনস্থ শনি সপ্তমস্থ হইলে পত্নীহানি হয়।

(৮) সপ্তমস্থ মঙ্গল শনিদৃষ্ট হইলে নিশ্চয়ই পত্নীহানি হয়। কিন্তু উক্ত মঙ্গল বহু শুভগ্রহ দৃষ্ট হইলে উক্ত কুফল নিবারিত হয়।

(৯) সপ্তমাধিপতি বহু পাপগ্রহযুক্ত হইলে, পত্নীর মৃত্যুর আশঙ্কা হয়।

(১০) যে কোন রাশিতে শুক্র বহু পাপগ্রহযুক্ত হইলে স্ত্রীর মৃত্যুর আশঙ্কা করা যায়।

পরিশিষ্ট ।

প্রথমশিক্ষার্থিদের সুবিধার জন্য নীচে কয়েকটী উদাহরণ দিয়া যোটকবিচার-পদ্ধতি লিখিত হইল। যোটকবিচার করিতে প্রথমেই বর ও কন্যার রাশি হইতে ভকূট বা রাশিকূট বিচার করা কর্ত্তব্য। রাশিকূট বিচারে যদি রাজযোটক-মেলক হয়, অথবা মিত্রদ্বিদ্বাদশ, বা নবপঞ্চক, কি অন্ততঃ মিত্রষড়ষ্টক হয়, তাহা হইলেই অন্যান্য বিষয় বিচার করা আবশ্যক। কারণ অরিষড়ষ্টক বা অরিদ্বিদ্বাদশ-যোটক হইলে বিবাহ নিয়তই পরিত্যাজ্য, সুতরাং অন্যকূট বিচার অনাবশ্যক। যথা, বরের যদি চিত্রানক্ষত্রাশ্রিত তুলা রাশি হয়, এবং কন্যার উত্তরভাদ্রপদ-নক্ষত্রাশ্রিত মীন রাশি হয়, তবে অরিষড়ষ্টক-যোটক হইবে এবং নাড়ীবেধও হইবে, সুতরাং বিবাহ হইতেই পারে না। অতএব এই ক্ষেত্রে অন্যান্য কূট বিচারের কোন আবশ্যক নাই। অষ্ট প্রকার কূটবিচারে শুভ হইলে বিবাহিত দম্পতির পূর্ণশুভফল হইয়া থাকে।

১ম উদাহরণ। বরের রোহিণীনক্ষত্রাশ্রিত বৃষ রাশি,
কন্যার মৃগশিরানক্ষত্রাশ্রিত বৃষ রাশি।

কূট	বিচার	ফল
বর্ণকূট	বর ও কন্যা উভয়েরই বৈশ্যবর্ণ সুতরাং কন্যা বর্ণশ্রেষ্ঠা নহে।	শুভ
বশ্যকূট	উভয়েরই একরাশি হওয়ায় এই কূট বিচারের আবশ্যক নাই।	—
তারাকূট	বরের জন্ম-নক্ষত্র হইতে কন্যার জন্মনক্ষত্র গণনায় দ্বিতীয় হওয়ায় বরের তারাশুদ্ধি হইয়াছে; কন্যার জন্ম-নক্ষত্র হইতে বরের জন্মনক্ষত্র পর্য্যন্ত গণনায়ও নবম হওয়ায় কন্যার তারাশুদ্ধি হইয়াছে।	অতি শুভ
যোনিকূট	বর ও কন্যার উভয়েরই এক যোনি হইয়াছে।	শুভ
গ্রহমৈত্রকূট	উভয়েরই একরাশি হওয়ায় রাশ্যধিপ গ্রহও এক হইয়াছে।	শুভ
গণকূট	বরের রোহিণী নক্ষত্র হওয়ায় বর নরগণ; কন্যার মৃগশিরা নক্ষত্র হওয়ায় কন্যা দেবগণ।	মধ্যম
ভকূট	উভয়েরই একরাশি হওয়ায় রাজযোটক হইয়াছে।	শুভ
ত্রিনাড়ী-কূট	বরের নক্ষত্র পৃষ্ঠনাড়ী-নক্ষত্র; কন্যার নক্ষত্র মধ্যনাড়ী-নক্ষত্র, সুতরাং নাড়ীবেধ হয় নাই।	শুভ

এই স্থলে গণকূট ব্যতীত অন্যান্য সকল কূটগুলির বিচারেই শুভফল দেখা যায়। গণকূট বিচারের ফলও মধ্যম, অশুভ নহে, সুতরাং এই যোটক উত্তম বলিয়াই ধরিতে হইবে। এই প্রকার যোটক অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

২য় উদাহরণ। বরের আর্দ্রানক্ষত্রাশ্রিত মিথুন রাশি, কন্যার ভরণীনক্ষত্রাশ্রিত মেষ রাশি।

কূট	বিচার	ফল
বর্ণকূট	মিথুন রাশি হওয়ায় বরের শূদ্রজাতি, এবং মেষরাশি হওয়ায় কন্যার ক্ষত্রিয় জাতি হইয়াছে অতএব কন্যা বর্ণশ্রেষ্ঠা * হইয়াছে।	অশুভ
বশ্যকূট	কন্যার রাশি চতুষ্পদ রাশি, এবং বরের রাশি দ্বিপদ রাশি, সুতরাং কন্যার রাশি বরের রাশির বশ্য রাশি হইয়াছে।	শুভ
তারাকূট	বরের জন্মনক্ষত্র হইতে গণনায় কন্যার জন্মনক্ষত্র ষষ্ঠ হওয়ায় বরের তারাশুদ্ধি হইয়াছে।	শুভ
যোনিকূট	বরের আর্দ্রা নক্ষত্র হওয়ায় কুক্কুর যোনি, ও কন্যার ভরণীনক্ষত্র হওয়ায় হস্তী যোনি হইয়াছে। উভয়ের পরস্পর বৈরযোনি হয় নাই, ভিন্নযোনি হইয়াছে।	মধ্যম
গ্রহমৈত্রকূট	বরের রাশ্যধিপ বুধ ও কন্যার রাশ্যধিপ মঙ্গল; সুতরাং রাশ্যধিপের পরস্পর মিত্রতা হয় নাই।	অশুভ
গণকূট	আর্দ্রা নক্ষত্র হওয়ায় বরের নরগণ, এবং কন্যারও ভরণী নক্ষত্র হওয়ায় নরগণ হইয়াছে।	শুভ
ভকূট	বর ও কন্যার রাশি পরস্পরের তৃতীয় একাদশ হওয়ায় রাজযোটক হইয়াছে।	শুভ
ত্রিনাড়ীকূট	বরের আদ্যনাড়ী-নক্ষত্র ও কন্যার মধ্যনাড়ী-নক্ষত্র হওয়ায় নাড়ীবেধ হয় নাই।	শুভ

* মতান্তরে উভয়েরই বৈশ্যজাতি হওয়ায় ফল শুভ।

এই স্থলে কন্যা বর্ণশ্রেষ্ঠা, এবং বর ও কন্যার রাশ্যধিপের শত্রুতা আছে, কিন্তু রাজযোটক-মেলক হওয়ায় এই দুইটী দোষ নষ্ট হইয়াছে। কন্যার বশ্যরাশি হওয়ায় ও বরের তারাশুদ্ধি হওয়ায় এবং অন্যান্য কূটবিচারেও শুভ হওয়াতে এই যোটকও মোটের উপর ভালই বলিতে হইবে।

৩য় উদাহরণ। বরের অশ্বিনীনক্ষত্রাশ্রিত মেষ রাশি,
কন্যার স্বাতীনক্ষত্রাশ্রিত তুলা রাশি।

এই স্থলে বিষমসপ্তক-যোটক হইয়াছে, সুতরাং বিবাহ হইতেই পারে না, এবং অন্যান্য কূটবিচারও সেই জন্য অনাবশ্যক।

৪র্থ উদাহরণ। বরের উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রাশ্রিত কন্যা রাশি,
কন্যার ধনিষ্ঠানক্ষত্রাশ্রিত কুম্ভ রাশি।

এই স্থলে মিত্রষড়ষ্টক-যোটক হইয়াছে। কিন্তু বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি ষষ্ঠ হওয়ায় ও কন্যার রাশি হইতে বরের রাশি অষ্টম হওয়ায়, মিত্রষড়ষ্টক হইলেও বিবাহ হইতে পারে না। সুতরাং অন্যান্য কূটবিচার অনাবশ্যক।